আবার একটি শিক্ষা কমিশন!

শফি সরোয়ার

আমাদের জন্যে আবারও একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হতে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন একটি কমিশন গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মঙ্গলবারের মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে। প্রাথমিক পর্যায়ে আপাত বলা হলো, নতুন শিক্ষানীতিতে চার স্তরবিশিষ্ট্য শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ থাকবে। কমিশন গঠিত হলে বলা যাবে স্বাধীন বাংলাদেশে এটি হবে সপ্তম শিক্ষা কমিশন। মন্ত্রিসভার এ সিদ্ধান্তের খবর প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের মতো আমরাও বিস্মিত হলাম এই ভেবে, বিগত সরকারের গৃহীত শিক্ষানীতি বাতিলের কথা না হয় বাদই দিলাম, ২০০১ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বর্তমান খোদ জোট সরকার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এস. এ বারীকে প্রধান করে যে কমিটি গঠন করেছিলেন এবং ১৮ই জুলাই সরকারের কাছে জমা দেয়া সেই কমিটির রিপোর্টের তাহলে কি হলো? কোন উচ্চবাচ্য না করে আরেকটি শিক্ষানীতির জন্যে নতুন কমিশন গঠনের হেতুই বা কি থাকতে পারে? যেখানে বর্তমানটাই আলোর মুখ দেখল না বা এ সম্পর্কে জাতীয় পর্যায়ে কোন মূল্যায়নই হলো না? শুধু প্রধানমন্ত্রীর কাছে অধ্যাপক বারীর রিপোর্ট জমা দেয়ার সচিত্র খবর প্রকাশ, ছাড়া, বিষয়টা শুধু বিস্ময়েরই নয়, মজারও। পাকিস্তান আমলের কথা ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে এই যে একের পর এক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তার একটিরও বাস্তবায়ন না করা—আসলেই শাসক মহল শিক্ষানীতি প্রণয়নের নামে গোটা জাতির সঙ্গে রসিকতাই করে চলেছে বলে আমাদের ধারণা। সদ্য ঘোষিত সপ্তম শিক্ষা কমিশন গঠন সেই রসিকতারই নতুন সংযোজন। কি অদ্ভুত! এক একটি সরকার এসেই নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের নামে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে দেন। দু'তিন বছর পার করে দিয়ে কমিশন একটি রিপোর্ট তৈরি করে এবং সরকার প্রধানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেয়। খবর ছাপানো হয়। ব্যস ওই পর্যন্তই। তারপর সরকার পরিবর্তন হয়ে গেলে ওই রিপোর্ট চুলোয় নিক্ষেপ করে নতুন আবার একটি কমিশন গঠন করা হয় নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে। একটি শিক্ষানীতি পাওয়ার ক্ষেত্রে গোটা জাতি স্বাধীনতার এতকাল পরেও এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে শুধু লেফট-রাইট করে যাচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই চমকের আর কোথাও এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে বলে আমাদের জানা নেই। ১৯৭৪, ১৯৭৭, ১৯৮৪, ১৯৮৭ ও ১৯৯৭ সালে ৫টি শিক্ষা কমিশন ও চলতি বছর একটি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি কমিশন পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ করতে পারেনি। শিক্ষানীতি সম্পর্কে আংশিক রিপোর্ট দিয়েছে। তবে '৭৪ ও '৯৭ সালের শিক্ষা কমিশন ও চলতি বছরের শিক্ষা সংস্কার কমিশন পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিয়েছে। তবে আংশিকই হোক আর পূর্ণাঙ্গই হোক, একটি রিপোর্টও রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করেননি। সর্বপ্রথম '৭৪ সালে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ড. কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত কমিশনের রিপোর্ট সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবায়নের সুযোগ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ পেলেন না। ৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে বাতিল হয়ে গেল খুদা কমিশনের রিপোর্ট। তারপর একের পর এক কমিশন গঠন ও আংশিক রিপোর্ট প্রদান চলতে থাকে। ১৯৯৭ সালে খুদা কমিশনের রিপোর্টের আদলে একটি আধুনিক শিক্ষানীতি প্রণীত হয়। ২০০০ সালে তা সংসদীয় কমিটিতেও অনুমোদিত হয়। তা আবার বাতিল হলো সরকার পরিবর্তনে। বর্তমান সরকারের আমলে একটি কমিশন হলো। তা আবার বাতিল করে এ সরকারই আবার নতুন শিক্ষা কমিশন গঠনের ঘোষণা দিলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা, শিক্ষানীতির মতো একটি মৌলিক বিষয়ে দলীয় ইগো দ্বারা প্রভাবিত হওয়া জাতির জন্যে কতটা মঙ্গলজনক? আর চলবে বা কতকাল? বাস্তবায়ন যখন করা হবেই না, তাহলে শিক্ষা কমিশন গঠনের নামে কেন এ পণ্ডশ্রম? কেন এত গবেষণা ও অর্থ ব্যয়? এ পর্যন্ত গৃহীত শিক্ষা রিপোর্ট কি সবই খারাপ, অপাঙক্তেয়? একটি প্রস্তাবও কি কল্যাণকর ছিল না? একটি দু'টোও তো বাস্তবায়িত হতে পারত উদারতার দৃষ্টান্ত হিসেবে। সুতরাং শিক্ষা চলছে সেই এডহক সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই। রাজনৈতিক দীনতা ও অশিক্ষিত মনোভঙ্গিই যে সুষ্ঠু ধারাবাহিক শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের এখন প্রধান অন্তরায় তা আমাদের কাছে সহজেই বোধগম্য। ফলে পোয়াবারো আমলাদের। উৎকট কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার ও বাইরের বিভিন্ন অনুদানপ্রাপ্তি থেকে কমিশনের স্বার্থেই শিক্ষার ক্ষেত্রে একের পর এক প্রশাসনিক নির্দেশ তারা দিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে কমিশন গঠনের নামে শিক্ষার তিন স্তর না চার স্তর, এটা না সেটা এভাবে গবেষণার নামে আকড়ুম বাকড়ুম চলছেই। সুতরাং নতুন ঘোষিত সপ্তম শিক্ষা কমিশনও যে অশ্বডিম্ব হবে তা অন্তত বুঝতে আমাদের গবেষণার দরকার হবে না।